আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস

সন্দীপ দত্ত

২

ইতিমধ্যে মাথায় একটাচিন্তা এলো; ঠিক করলাম জাতীয় গ্রন্থাগারের যে মনোভাবেরপ্রতিবাদে লিটল ম্যাগাজিন ল াইব্রেরি ভাবনার সূচনা, সেই গ্রন্থাগারেএকটি লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী করবো। তখন অধিকর্তা ছিলেন ডাঃ অশীন দ াশগুপ্ত। বিশিষ্ট ভদ্রলোক যুক্ত হয়েছিল।

ওনার সঙ্গে আমারপ্রথম আলাপন হয় কবিতা উৎসবের প্রদর্শনীতে। প্রথমসাক্ষাতেই ওনার জিজ্ঞাসা ঃ ন্যাশনাল ল াইব্রেরি আপনাকে কী ভাবে সাহায্যকরতে পারে? বলেছিলাম, লিটল ম্যাগাজিন আর তণ কবিদের বইগুলোযথাযোগ্য সংরক্ষিত হলেই হবে। উনি আমাকে যেতে বলেছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডায়রেক্টরের এই অ াহ্বান আমাকে এক অন্য তৃপ্তি দিল--- এতো লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিকেই সম্মান জানানো। আমি গেছিলামডায়রেক্টর অশীন দাশগুপ্তের কক্ষে। সেদিন নানা কথার মধ্যেই আমিপ্রস্তাব রেখেছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিনের একটিপ্রর্দশণীর ব্যাপারে। উনি সানন্দে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েপ্রধান গ্রন্থাগারিককে এ বিষয়ে চিঠি লিখে দিলেন। আমি প্রধান গ্রন্থাগারিক (শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়)-এরসঙ্গে দেখা করে ড. দাশগুপ্তর চিঠি দিয়ে প্রস্তাবটির কথাজানিয়ে বলেছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগারে লিটল ম্যাগাজিন তো তেমন নেই আমিআমার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসব।' উনি বললেন- তা কী করে হবে!! এবং প্রদর্শনীরসেখানেই ইতি। আমার স্বপ্নভঙ্গ হল।

২৩ জুন স্টুডেন্টস হলে লাইব্রেরিতে দশম বর্ষপূর্তি উৎসব। নিজের হাতে কার্ড বোঝাই থলি নিয়ে, পাঠকদের হাতে হ াতেআমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগলাম! সে এক অন্য অভিজ্ঞতা। কলকাতা ওকাছাকাছি এক একদিন এক একটা এলাকা ঘুরে সরাসরি বাড়ির ঠিকানায়পৌঁছে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম আমন্ত্রণ পত্র। সাধ্যমত যতটা পেরেছি।করেছি। ডাকেও চিঠি পাঠালাম বহু। সংবাদ পত্র - অতিথিদের আমন্ত্রণপত্র দিয়েএলাম। বিনয়দার মানপত্র সা জিয়ে দিল কবি ও শিল্পী শ্যামলবরণ সাহা। গায়ত্রীকে,অনুষ্ঠানপত্র সবই ছাপা হয়ে গেল। আজকের মতো তখন কিন্তু আম ার পাশেএতজন মানুষ ছিল না। নিজের হাতেই সব কাজ সারলাম। অনুষ্ঠানের দিন সকালেমেডিকেল কলেজ থেকে চেক আপকরিয়ে বিনয়দা বাড়িতে এলেন। স্নান,আহার সেরে বিশ্রাম নিলেন। আষাঢ়ের মেঘরোদ্দুর খেলা চলছে। বৃষ্টি ওপড়তে শু করল বিকেলে। অনুষ্ঠান শু হলো ঠিক সন্ধে ৬.৩০ টা। হলে তিলধারণের জায়গা নেই। বাইরেও লোক দাঁ ড়িয়ে। মহাব্রতাদি উদ্বোধনী ভাষণছিলেন। আমি স্বাগত ভাষণে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইমোশনালিকেঁদে ফেললাম। আমার ছ বছরের শিশুপুত্র সামনে বসেছিল। ছেলেকে সময় না দিতেপারার অক্ষমতার কথা উচচারণ করে নিজেকে আর সংযত রাখতেপারেনি। অমিতাভদা (দাশগুপ্ত), পরিমল চক্রবর্তী বক্তব্য রাখলেন।অণদা বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানালেন কবি বিনয় মজুমদারকে স্বচক্ষে এইপ্রথম দেখলেন। কবির হাতে মানপত্র মালা আর 'গায়ত্রীকে'পুস্তিকাটি তুলে দিলেন প্রধান অতিথি অণ মিত্র। একটা মজার ঘটনাঘটেছিল। বিনয়দার প্রিয় ফুল বকুল। বকুলমাল্য দিয়ে বরণ করা হবে, এইঘোষণার পর কবিকে মালা পরিয়ে দেওয়া হতেই হলে হাসির আভাস। বুঝলামমারাত্মক ত্রুটি হয়ে গেছে। আসলে হাওড়ার মল্লিকঘাটে ফুলের হাট থেকে বকুলকিনতে গিয়ে আকন্দফুলের মালা শালপাতার মোড়কে নিয়ে এসেছিলাম। বিনয়দাঅম ানবদনে তাই গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরনগর থেকে এসেছিল অমলেন্দু,তীর্থঙ্কর, বিষ্ণুরা। ওরাইসেদিন কবিকে নিয়ে ফিরেছিল। ঋষিণদা (মিত্র),অজিতদা (পান্ডে) প্রতুল দা (মুখোপাধ্যায়) সেদিন গানগেয়েছিলেন। আবৃত্তি করেছিলেন নীল াদ্রি শেখর বসু, মলি। সেদিন অনুষ্ঠান করতেযাদের সাহায্য পেয়েছিলাম তারা হলেন চিরঞ্জীব শূর, তপন চট্টোপাধ্য

ায়,দেবাশিসদা, কাজলবাবু, সুমিতা, মালবিকা, পুষ্পল, ত্রিদিবদা (বর্মন),সুচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি তুলেছিল ছাত্র শ ান্তনু বসুমল্লিক। সমগ্রঅনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিল অঞ্জন দা (কর) ও অঞ্জন(বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ওই বছরই সেপ্টেম্বরে জলপাইগুড়িশিলিগুড়িতে প্রদর্শনী করতে ছুটে গেলাম। আমার সঙ্গী হলেন ত্রিদিবদা আরবণ বসু। জলপাইগুড়ি আনন্দ কমার্স কলেজে দুদিন ও শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু হলেপ্রদর্শনী করেছিলাম। নানা স্থানে প্রদর্শনী আলোচন া নিয়মিতকরে চলতাম। সুইডেনের জাতীয় গ্রন্থাগারের মুখপত্র বিবিএল পত্রিকায়লাইব্রেরি সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রক াশিত হলো। লাইব্রেরিসম্পর্কে একটি তথ্যবাহী ইতিবৃত্ত 'খড়কুটো বাসার কাহিনী' লিখলাম'কৌরব' পত্রিকায়। প্রখ্যাত অ ালোকচিত্রী রঘুবীর সিং-এরকলকাতা সম্পর্কিত আলোকচিত্রর অ্যালবামে (ফ্রান্স থেকেপ্রকাশিত) ভূমিকায় রাধাপ্রসাদ গুপ্ত উল্লেখ করলেনলাইব্রেরির কথা।

১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরার আগরতলার অনুষ্ঠানে লাইব্রেরিঅংশ নিল। আগরতলা প্রেসক্লাবে লিটল ম্যাগা জিনের সম্পাদকদের কাছে বক্তব্যরাখলাম। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি গড়ার প্রস্তাব দিলাম। এবছরইলাইব্রেরিতে চালু করলাম 'মাসিক কবিতা পাঠের আসর'। উদ্দেশ্যছিল কলকাতার বাইরে যারা বহুদিন ধরে কবিতা লিখে চলেছেন তাদের জন্যেইকবিতা পাঠের ব্যবস্থা। একজন আমন্ত্রিত কবি কবিতা পড়তেন। তারপরহতো সেই কবিতা নিয়ে আলোচনা। পরে গল্পপাঠও যুক্ত হয়েছিল। ১৯৯৬ সাল পর্যন্তনিয়মিত এটা চলেছিল। হার্দ্য নিয়ে কবিতাপত্র প্রকাশ করলাম। যাঁর াবহুদিন ধরে কবিতা লিখছেন, কিন্তু প্রকাশ পায়নিতাঁদের এক ফর্মা অর্থাৎ একগুচ্ছ কবিতা সহ সেই কবিতাগুলিকে নিয়েঅলোচনা প্রকাশ করা এবং পরে একফর্মার কবিতা পুস্তিকা প্রকাশকরা। তবে কাজটি বেশীদূর এগোতেপারেনি। এই পর্যায়ে আলিঙ্গনচক্রবর্তী, মিহির ঘরামী ও চন্দ্রাণীদাশের কবিতা নিয়েই কাজটি হ'তে পেরেছিল। আসাম, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে প্রকাশিতবাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের নিয়ে লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একটি সেমিনার অ ায়োজিত হয়।

একদিন 'অন্তরীপ' পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেনলাইব্রেরির জন্যে চাঁদা চালু করতে। এতদিন পর্যন্ত লাইব্রেরিতে সেভাবে কোনো নির্দিষ্টচাঁদা নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। অস্বস্তি হয় নি তা নয়। সুব্রতবাবুর প্রস্তাবে আরো অনেকেই সায় দিল। বছরে ১০ টাকা নেওয়া শু হল ১৯৮৯ থেকে এখনঅবশ্য বার্ষিক চাঁদা ১০০ টাকা। দ্বন্দ্বজন্মপ্র করতে তখন লাগত পৃষ্ঠাপ্রতি ১ টাকা, বর্তমানে ৯০ পয়সা।

এরমধ্যে দুর্গাপুর,মেছেদায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি উদ্বোধন করলাম। ৪ জুলাই ১৯৮৯ কলকাতা দূরদর্শন ডি.ডি. ওয়ানে প্রতিবিম্বঅনুষ্ঠানে লাইব্রেরি সম্পর্কে ১৫ মিনিটের তথ্যচিত্র পরিবেশিত হ'ল। ভালবাসার দান পাই। সুইডেনের বাংলা পত্রিকা উত্তরাপথলাইব্রেরিকে রৌপ্যপদক ও ৫০০ টাকা দিয়ে সম্মান জানাল। সেই টাকা দিয়ে স্টীলের বড় র‍্যা াককিনলাম। অভিযাত্রিক পত্রিকার গৌতমমিত্র আর ঝিমিত্র বিড়লা জুটমিলের কর্মী। ওঁরা লাইব্রেরিকে উপহার দিলেন ১০ x ৬ ফুটের একটি জুটকার্পেট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহগ্রন্থাগারিকশ্রীমতি গীতা চট্টোপাধ্যায় লাইব্রেরিতে নিয়মিত কাজ করতে আসতেন, একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়েবললেন সিলিং ফ্যান লাগান, আমি টাকা দেবো, কাউকে জানাবেন না এই শর্তে। না শর্ত আমি রাখতে পারিনি। সদর দরজায় লাইব্রেরি কক্ষের ফ্যানটিগীতাদির দেওয়া ৬০০ টাকায় কেনা। একৃতজ্ঞতা ধন্যবাদেই শেষ হয়ে যায় না।

কবিতা নিয়ে তখন একটিকালপঞ্জি করতে ব্যস্ত। ১৯২৭ সালথেকে কালপরিক্রমা। দেড় বছর ধরেকাজ করছি। প্রতিবছরের রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীরপরিপ্রেক্ষিতে সেই সেই বছর কি কি কবিতার বই বেরলো, কোনকোন কবি জন্মগ্রহণ করলেন, কোন কবি পুরস্কৃত হলেন, লোকান্তরিতহলেন এই সব। ' দেশ' পত্রিকারসাহিত্য বিভাগে 'কবিতা ফিরেছে' শিরোনামে ৩ জুন লেখা হ'ল'হায় লিটল ম্যাগাজিনের দিন গিয়াছে

বলিয়া বঙ্কিমী দীর্ঘশ্বাস ইদানিং শোনা যায়’। ১৩ নভেম্বর আনন্দবাজারে কলকাতার কড়চায় লেখা হ’ল ‘বিস্ময় বালিকা ও বিস্ময় বালকের মতো আর এক বিস্ময় লিটল ম্যাগাজিন’। ১৮ নভেম্বর ‘দেশ পত্রিকায় লিটলম্যাগাজিন সম্পর্কে কুৎসিৎ মন্তব্য প্রকাশিত হ’ল। এর প্রতিবাদে সাগরময় ঘোষকেপ্রতিবাদী পত্র পাঠাই, পাঠাই আনন্দবাজারকে; স্বাভাবিক ভ াবেই সেই চিঠি ছাপা হয় না।

ওই বছর ২৮সেপ্টেম্বর পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সংখ্যায় ৪০০০ হাজার শব্দে লিটলম্যাগাজিন নিয়ে একটি তথ্যবহুল লেখা দেওয়ার জন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমন্ত্রণজানান। নভেম্বরে ওটি দেওয়ার কথাছিল। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটন ারপ্রতিবাদে আমি ঘৃণার সঙ্গে লেখা দিই না -- সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করি। একটি দায়সারা লিটল ম্যাগাজিন পঞ্জি সে বছর ছাপা হয় আমার লেখাটিরপরিবর্তে।

২৪ জুন স্টুডেন্টস হলে১১ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি সুনীল জানা, সভ াপতিকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এইঅনুষ্ঠানে ‘ লেখক প্রকল্প’ নামে লেখক সম্ভাবনার একটিপ্রস্তাব রাখলাম। মূল বক্তব্যছিল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে ছাত্র-লেখকদের লেখাগুলি পড়েসম্ভাবনাময় লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে লিটল ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনসম্পাদকরা লেখার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন, তার লেখা ছাপতে পারেন,সা হিত্যসভায় ডাকতে পারেন। যথাসময়ে কোনো যোগাযোগ গড়ে না ওঠার অভাবে হয়তো তার লেখনী-প্রতিভা স্কুল ম্যাগা জিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কেরিয়ার গড়তে গিয়ে সে হয়তো ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক কর্মী, অধ্যাপক, শিক্ষক হবে; কিন্তু হারিয়েযাবে তার লেখক সত্তা।

লাইব্রেরিতে South Asianপত্রিকার সুইডিস সাংবাদিক সম্পাদক, ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতাক্যাবোলিন অ াদামস ও ত্রিস্টোকার সেলকসে এলেন। সেলফ কেনা হলো তিনটি। সদর দরজার বারান্দায় দুপাশের দেওয়ালভরে যেতে লাগল লিটল ম্যাগাজিনে।

১৯৯০ সাল কলকাতার ৩০০বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষে ক্রীড়াদপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠান যুবভারতী স্টেডিয়ামে। অ াহুত হয়ে সেখানে লিটল ম্যাগাজিনেরপ্রদর্শনী করলাম। লিটল ম্যাগাজিননিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানাপ্রান্তে আলোচনায় অংশ নিচ্ছি। মার্চে রেডিও ভেরিটাজ(ম্যানিলা)-এ লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে বললাম। এই বছর শিশির মঞ্চে লাইব্রেরির দ্বাদশ বর্ষপূর্ত্তি পালন করলাম। উদ্বোধন করলেন বার্ষীয়ান শিল্পী দেবুদা(দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) প্রধান অতিথি শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সভাপতিমিহির আচার্য। এই বছর থেকেই লিটলম্যাগাজিন পুরস্কার ও গবেষক সম্মাননা চালু করলাম। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্য াগাজিন পুরস্কার দেওয়াহ’ল ‘একক’ সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে। গবেষক সম্মাননা দেওয়া হলো ডাঃ শ্রীলেখা বসু ও ডাঃ শংকর ঘোষকে। জীবনানন্দ গবেষক প্রভাতকুমার দাসকে দানালাম সম্মান। এখানে জানানো যাক যে যাঁরা আমাদের সংস্থায় বিভিন্নবিশ্ববিদ্যালয়গত গবেষণার কাজ করে পি.এইচ.ডি হন তাঁদেরই আমরা গবেষকসম্মাননা প্রদান করে থাকি।

১ সেপ্টেম্বর বনপ্পন্দ্বব্দ প্পন্দ্র ঢস্তুন্ত্র -য় লাইব্রেরি সম্পর্কে সচিত্রপ্রতিবেদন বেরোলো। ছবিটিতুলেছিলেন প্রখ্যাত আলে াকচিত্রী রঘুবীর সিং। ডিসেম্বরে লাইব্রেরি পরিদর্শনে এলেন হু.ত্র ন্দক্ষ্মজন্তুপ্সন্দ্বজন্দ্বব্দব্দ এর ড্ডনক্তন্দ্বন্তুব্ধপ্সক্ত শ্রীমতী ন্দভ্রন্ত্র ঢ্রপ্তপ্তন্দ্বব্রব্ধভ্তন্দ্ব ওSouth Asia Library Congress এর Director শ্রীমতী ট্রপ্তনন্তুন্দ্ব ন. দ্দক্তনব্দন্সন্দ্বক্ষ্ম। এলেন প্রখ্যাত জীবনানন্দ গবেষক চিকাগোবিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডাঃ ট্রপ্তন্তব্ধপ্স ঢ.ত্রন্দ্বপ্তপ্তন্ত। মাসিকসাহিত্যপাঠ যথারীতি চলছে। এইসভাগুলি নানাসময়ে পরিচালনা করেছেন অঞ্জন কর, অমলেন্দু দত্ত, গৌরাঙ্গভৌমিক, মনীন্দ্র গুপ্ত, বণ বসু, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ দত্ত, অঞ্জনকুমার বন্দোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচ ার্য, ঈশ্বর ত্রিপাঠী, কমলেশ সেন, নারায়ণমুখোপাধ্যায়, জ্যোতি ঘোষ, বীরেন শাসমল, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ফল্গু বসু, প্রবীর ভৌমিক সৃজন পাল, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অদ্রীশ বিশ্বাসপ্রমুখ। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে লাইব্রেরি থেকে একটি পত্রিকা

বার করলাম ‘উজ্জ্বল উদ্ধার’। দুস্প্রাপ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ।

১৯৯১ -এ আবার ত্রিপুরা গেলাম। সঙ্গী কল্লোল ভট্টাচার্য (পরে পদবি বর্জন করেন)। ধর্মনগরে,উত্তর পূর্বাঞ্চল সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে লিটল ম্যাগাজিনেরগুত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। লিটলম্যাগাজিনের পাশাপাশি চিন্তা এলো কবিতা নিয়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে। বাংলা কবিতা-চর্চা বাড়লেও, বছরে একহাজার বই কিংবা ১০০০ কবিতা মুদ্রিত হলেও কবিতার পাঠক বাড়ছে না। এ দেশের কোনো বড় কিংবা ছোট লাইব্রেরিরপক্ষে কবিতা আকাদেমির দাবি তুলেছি। কেউ এগিয়ে আসেনি। সীমিত সাধ্যে লাইব্রেরিতে কবিতার বইয়ের একটি র‍্যাক চালুকরলাম -- ‘ছন্দের বার ান্দা।’ ২৩ ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন করলেন কবি নির্মল হালদার। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন কবিঅমিতাভ গুপ্ত। তৃপ্ত হলাম না। কবিতা চর্চার জন্যে, পত্রপত্রিকাসংরক্ষণের জন্যে চাই আস্ত বাড়ি। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কবিতার যজ্ঞ হয় আর হারিয়েযায় যত কবিতার বই।

৯ এপ্রিললাইব্রেরিতে এলেন ঢস্তন্দ্বক্ষন্দ্ধস্তন্দ্বদ্ধ চক্তপ্স্ত্রস্তন্ত্ত্বদ্দ্ধন্দ্ধ ট্বদ্দপ্সন্তন্ত্রদ্ধনপ্স ছহ্‌.ত্র.ট্রগ্ন এর ড্ডনক্তন্দ্বন্তদ্ধপ্সক্ত ণ্ণন্তুপ্তুব্দপ্স ড্রপ্সপ্তুপ্তুনন্তুন্স - হাফপ্যান্ট পরা সাহেব। বড়বড় চোঙা মাউথপিস নিয়ে ন্দ্ধন্দ্বক্তন্নন্দ্বভ্র নিতেএলেন ব্বিবিখ্য াত ত্রপ্লনদ্ধড়ব্দপ্সন্তু ঢব্দদ্ধনদ্ধন্তুদ্ধন্দ্ব এর মুখপাত্র ত্রপ্লনদ্ধড়ব্দপ্সন্তু এর জন্য। প্রতিবেদনটি (সচিত্র) পরে মে ম াসের ত্রপ্লনদ্ধড়ব্দপ্সন্তু এ প্রকাশ পেয়েছিল।

এ বছরে বার্ষিকঅনুষ্ঠান হ’ল স্টুডেন্টস হলে ২৪ জুন। উদ্বোধক মণিভূষণ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি কার্তিক লাহিড়ী, সভ াপতি পবিত্র সরকার,অনুষ্ঠান সভাপতি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এ বছর গবেষক সম্মাননা দেওয়া হল ডাঃ রমাপ্রসাদ ন াগকেলিটল ম্যাগাজিন লেখক পুরস্কার দেওয়া হল সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে।

পানিহাটি বিভাগেরউদ্বোধন করলাম। সবাই বুঝতে পারছেএর প্রয়োজনীয়তা এটাই বড় কথা। পাবলিক ল াইব্রেরিগুলিও সচেতন হয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। লাইব্রেরিতে সব পত্রিকা যে আসে তা নয়। প্রচুর পত্রিকা কিনি। কেন াটাকে কাজ বলেই মনে করি। দেশ বিদেশ থেকে গবেষক ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকআসছেন। আসছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেরছাত্র ছাত্রীরা। জায়গা কোথায় - একএকটা দিন তো ভয়ংকর সমস্যা হয়, ২০ জনের বেশীও হয়ে যায়। অসুবিধে মেনে নিয়ে অক্লেশে পত্রিকা নিয়ে বসেপড়ে কেউ কেউ লাইব্রেরির সামনের দরজার উঁচু সিঁড়িতে।

১৯৯২ সালে জানুয়ারি মাসেলাইব্রেরির বার্ষিক সাহিত্য ভোজন বা পিকনিক অনুষ্ঠিত হ’লনারায়ণপুর মজুমদার গ ার্ডেন্সে। শুধুখাওয়া দাওয়া নয় সঙ্গে সাহিত্য পাঠও ছিল। ২ মার্চ মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় লাইব্রেরিস ম্পর্কে প্রতিবেদন বের হয়। এইবছর থেকে মাঝে মধ্যে বিশেষ প্রদর্শনী পাঠকক্ষে শু করি। ২৮ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্তসত্যজিৎ রায় বিষয়ক পত্রপত্রিকার প্রদর্শনী করি লাইব্রেরির টেবিলেআগ্রহীজন কৌতূহলের সঙ্গে দেখেন ও পাঠ করেন।

১৯৯২ সালে লাইব্রেরিরচতুর্দশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে হ’ল কোনরকমে। বর্ষাকাল - আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্ত াহ।প্রতিবছরই এই সমস্যা হয়। আয়োজন করতে হয় সকাল থেকে মেঘলা আকাশকিংবা হঠাৎ বিকেলেই শুর হয় বৃষ্টি। আশা আকাঙ্খার দোলাচলে থেকেঅনুষ্ঠান করতে হয়। এবছর ২৩ জুনএক দেড়ঘন্টার জোরালো বর্ষণ কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল দাঁড় করিয়ে দিল। জানতাম অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তবু দূর থেকে কয়েকজন এসে গেছেন আমন্ত্রণ জা নিয়েছিলাম রাণাঘাটের এক রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে, কবি রতন বিশ্বাসকে। আজ যে ওঁকে সংবর্ধনা দেবো, শুনবো ওঁর কবিতা। চঞ্চল (সরকার) কে পাঠালামঅতিথি কুমারেশ ঘোষ ও কৃষ্ণ ধরের কাছে। ও কুমারেশ দার বাড়ি থেকে ফোন করে জানাল এখানে যা জল জমেছেতাতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমিও বারণকরলাম। অনুষ্ঠান স্থলে ফুলপুরস্কার ইত্যাদি

নিয়ে যখন পৌঁছলাম হলে, জল সামান্য কমেছে। আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত এসে গেছেন। এই দুর্যোগেও উপস্থিতির হার কমনয়। --১৪০ জন, ভাবা যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন দেবু দা(দেবকুমার বসু)। গবেষকসম্মাননা দেওয়া হ'ল ডাঃ কণিকা সাহা, ডাঃ হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ও ডাঃ কৃষ্ণা পালকে। শ্রেষ্ঠলিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার দেওয়া হল বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকাকে। সেদিনই ঘোষণা করলাম পরেরবছর থেকে এই দিনটি লিটল ম্যাগাজিন দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে ঘরোয়াভাবে এবং অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রান্তে পালন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানটি হবে মেঘমুক্ত নভেম্বরেরকোনো দিনে।

১৯৯২ এর ৬ ডিসেম্বরভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন। সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হ'ল বেশ কিছু মানুষ। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধবংসের ঘটনার ফল হলমারাত্মক। এর বিদ্ধে সভা করলামলাইব্রেরির পাঠকক্ষে লাইব্রেরির প্রধান সদস্য শ্রীকান্তবন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। বিষয়ধর্ম -- রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা; ২ জানুয়ারী ১৯৯৩। ৯ ও ১০ জানুয়ারী লাইব্রেরির সদস্য,শুভানুধ্যায়ী লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক কবি লেখক ৫২ জন লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণেগেলাম। এই উৎসবের অঙ্গ ছিল কবিতাগল্প, গান, আড্ডা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা। কবি রমেন আচার্য'র 'ভ্রু বিলাসেহেসে ওঠে ঘাস' কবিতা বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেনলাইব্রেরির সদস্য গবেষক উইলিয়াম জে. রিস। উইলিয়াম কালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। সোসাল সাইন্সের ছাত্র। 'বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিবর্তন' নিয়েকাজ করছে।

১৯৯৩ সালের ৮ মে ২৩ জুনকে কেন্দ্র করে জুন মাস ব্যাপী লিটল ম্যাগাজিন দিবসে পালন' করার জন্য ঘোষণা পত্র প্রকাশ করে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের কাছে আবেদন জানাই। খুবভাল সাড়া পাওয়া গেল। চুঁচুড়া, ঠাকুরপুকুর, ঘড়গপুর,জলপাইগুড়ি, পুলিয়া,রবীন্দ্রনগর, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশদ্রোণী, শিলাইদহ(বাংলাদেশ), দর্পনারায়ণপুর, বর্ধমান, হাওড়া, করিমগঞ্জ, ইছাপুর,কোন্নগর, গৌহাটি, হাইলাকান্দি, রামরাজাতলা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলেবিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের তরফে লিটল ম্যাগাজিন দিবস পালিত হ'ল লিটলম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। শুধু লিটল ম্যাগাজিনই নয় বিদ্যুৎভবন রিক্রিয়েশন ক্লাবওউদ্‌যাপিত করল লিটল ম্যাগাজিন দিবস। অনেকগুলি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছি। এই লিটল ম্যাগাজিন দিবসের উদ্দেশ্য সাধারণমানুষের কাছে লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্ট করা।

১৯৯৩ তে লাইব্রেরি ১৫বছরে পা দিল। আমার মাথায় একটাপরিকল্পনা কাজ করল। রাস্তায় যেতে যেতে All India Trade congress এরতোরণ দেখে মনে হল লিটল ম্যাগাজিন নিয়েও তো এমন ভাবা যায়। প্রথমে কথা বললাম প্রণব দার সঙ্গে। প্রণবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেন্টপলস স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক। যথাবললাম নারাণ দার (নারায়ণ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে)। মিটিং ডাকলাম। বেশির ভাগ বললেন এটা দরকার তবে সর্বভারতীয় না করে Eastern Zone বাউত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ যাক। বিহার ওড়িশা আসাম পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই হোক। আমি বললাম, না সর্বভারতীয় ব্যানারটা থাক। চেষ্টা করব। জানি এত বড় কিছু দেখার স্বপ্নটাবড় বেশী দেখা। তাই ঠিক করে কাজেনেমে পড়লাম।

দিন ঠিক হ'ল ২৮, ২৯ও ৩০ নভেম্বর। কমিটি হল সভাপতিহলেন নারায়ণ দা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রণব দা। সম্পাদক আমি। বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। প্রতি মাসে একবার বা দুবারমিটিং এ বসা হয়। মূল সমস্যা অর্থের। স্পনশরসিপ জোগাড়ে সাহায্য করলেনচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপন সংগ্রহহতে লাগল। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদেরকাছে থেকে কমমূল্যে বিজ্ঞাপন নেওয়া হ'ল। প্রতিনিধি চাঁদাও সংগ্রহ করা শু হ'ল। মিটিংএ ঠিক হল মিছিল বেরোবে লাইব্রেরিথেকে শিশির মঞ্চ পর্যন্ত। দূরেরপ্রতিনিধিরা থাকবেন যুব আবাস সল্টলেক স্টোডিয়ামে। বিভিন্ন ভাষার লিটল ম্যাগাজিন কে চিঠিপাঠালাম। নানা সূত্রে ঠিকানা জোগাড়করে হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া, সাঁওতাল, সংস্কৃত, ইংরাজী, গুজরাটি,কন্নড়, তামিল, তেলেগু ,কাশ্মীরি বিভিন্ন ভাষার লিটল ম্যাগাজিনসম্পাদকদের আহ্বান জানালাম প্রথম সর্বভারতীয় লিটল ম্যাগাজিনসম্মেলনে। সবাই স্বাগত জানালেন,পত্রিকা পাঠালেন।

কিন্তু পরিবহন ব্যয়করে আসতে নারাজ হলেন। তবু এলেনঅনেকেই কাশ্মীর মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা, আসাম, বিহার নানাপ্রান্ত থেকে। উদ্বোধকঅমিয়ভূষণ মজুমদার এসে গেলেন কোচবিহার থেকে।

২৮ শে নভেম্বর কলেজস্ট্রীট থেকে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিককর্মীদেরএকটি বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল নানা পথ পরিক্রমা করে অনুষ্ঠান স্থলশিশিরমঞ্চে এসে পৌঁছয়। কবিতায়-গানে-পোস্টারেস্লোগানে সে এক অন্য মিছিল। এই দিনবিকেলে কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন ওপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এইসম্মেলনে শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অণ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্রভুঁয়ো, কৃষ্ণা সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিল। ভারতের নানা প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের জেলাথেকে প্রায় ৩৩০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতীয় ভাষায় লিটল ম্যাগাজিন সেমিনারেঅংশ নেন পিয়ারী হাতাশ (কাশ্মীর),গহ্লাপ্রসাদ সিং (হিন্দী), প্রফুল্লকুমার রায়, লক্ষ্মীনৃসিংহ রথ (ওড়িয়া), দয়ানন্দ পাঠক ওঅবনী চক্রবর্তী (অসমীয়া), নবকুমার ভট্টাচার্য (সংস্কৃত),সারদা প্রসাদ কিসুক (সাঁওতালি) বিজিত কুমার ভট্টাচার্য ওমানবেন্দু রায় (বাংলা)। কবিসম্মেলনে পিয়ারী হাতাশ, লক্ষ্মী নৃসিংহ রথ, প্রফুল্লকুমার রথ,অবনী চক্রবর্তী, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র গুপ্ত, অণ চক্রবর্তী,শুভেন্দু পালিতও রুদ্রপতি কবিতা পড়েন। বাঁকুড়ামেদিনীপুর, পুলিয়া, হাওড়া, হুগলী নদীয়া, বর্ধমান, জলপাইগুঁড়ি,বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কলকাতার কবিরাও কবি সম্মেলন ও আড্ডায় যোগ দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকরেন ঋষিণ মিত্র, অজিত পান্ডে, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না দত্তমুখার্জী, স্বপ্না রায়,লালিয়া চৌধুরী, মৌ ভট্টাচার্য, নীলিম গঙ্গোপাধ্যায়, পারমিতা রায়, অসীম মিশ্র, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিশির দত্ত, সুপ্রিয়া ব্যানার্জী, ঝিনাথসিংহ, মলয় মুখোপাধ্যায় ও কাকলি মজুমদার। মিছিলে ঘোষকের ভূমিকায় ছিলেন নাট্যকার অমল রায়। এবছরের লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার প্রদান করা হয় ঘড়গপুরের 'ডুলুং', কলকাতার 'এবং এই সময়' এবং চট্টগ্রামের 'শরিক' পত্রিকাকে। গবেষকসম্মাননা দেওয়া হয় ডাঃ সুমিতা দাসকে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন অসিতরায়, প্রসেনজিৎ বন্দোপাধ্যায়, রামকিশোর ভট্টাচার্য ও রমেন আচার্য। অনুষ্ঠান শিশির মঞ্চ ভারতীয়ভাষা পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৮ নভেম্বার থেকে ১ ডিসেম্বরপর্যন্ত তথ্যকেন্দ্রে (বর্তমান গগনেন্দ্র প্রদর্শন শালা) একটিসুনির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক বাংলা সহ ভারতীয় নানা ভাষার লিটল ম্যাগাজিনপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী সম্মেলনপুরীতে হবে বলে উড়িষ্যা থেকে আগত প্রতিনিধিরা সানন্দে ঘোষণ াকরলেও অনুষ্ঠানটি যথাযোগ্য ভাবে হয়ে ওঠেনি। আমার ইচ্ছা ছিল প্রতিবছর ভারতের নানাপ্রান্তে অনুষ্ঠানটি সুচাভাবে অনুষ্ঠিত হোক যার মধ্যদিয়ে অন্য ভাষার কাজ কর্মের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারব।

এ বছর মশাই, হাউর, সাঁকবাইল,সাহাগঞ্জ, ডায়মন্ডহারবার, বালুরঘাট, উলুবেড়িয়া, রাণাঘাট, শ্রীরামপুর,কোন্নগর, বর্ধমান বৈদ্যবাটি, আড়িয়াদহ, শিশিগুড়ি, রামরাজাতলা,চুঁচুড়া, মুন্সীর হাট, বেলুড়, বাঁশবেড়িয়া, বাঁশদ্রোণী, দুইল্যা, বাকসারা,দক্ষিণ বারাসাত, কোচবিহার, চাপড়া, দর্পনারায়পুর প্রভৃতিনানা স্থানে গিয়ে লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে বক্তব্য রাখলুম। লাইব্রেরিকে সংবর্ধিত করল 'সাহিত্য সেতু' ও 'মধুপর্ণা'পত্রিকা।

ক্রমশ.....